উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত

শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দিরের নিবেদন

সাবরমতী

প্রযোজনা : দেবেশ ঘোষ

পরিচালনা : হীরেন নাগ • সঙ্গীত পরিচালনা : গোপেন মল্লিক

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গীতিকার : ... গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
আলোক চিত্রশিল্পী : ... বিজয় ঘোষ
শিল্প নির্দেশক : ... কার্ত্তিক বসু
শব্দযন্ত্রী : ... বাণী দত্ত
অতুল চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দু অধিকারী
সঙ্গীত গ্রহণ : ... শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সতোন চ্যাটার্জি

প্রধান সম্পাদক : ... বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি
শব্দ পুনর্যোজনা : ... শ্যামসুন্দর ঘোষ
ব্যবস্থাপনা : ... সন্দীপ পাল
রূপসজ্জা : ... বসীর আমেদ
স্থির চিত্র : ... এড্‌না লরেঞ্জ
পরিচয় লিখন : ... নিতাই বসু
যন্ত্র সঙ্গীত : ... সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

প্রচার পরিকল্পনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : দিলীপ মিত্র ও সুখেন চক্রবর্ত্তী ● চিত্র গ্রহণে : পঙ্কজ দাস ও কেষ্ট দাস
সম্পাদনায় : রবীন সেন ● পট শিল্পে : বলরাম ও নবগোপাল ● শব্দ গ্রহণে : রবীন সেগুনগু ও পাঁচু মণ্ডল ● শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি ও ভোলানাথ সরকার
ব্যবস্থাপনায় : ভগীরথ চক্রবর্ত্তী ● রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম শর্মা ● চিত্র পরিস্ফুটনে : অবনী রায় ও তারাপদ চৌধুরী ● সঙ্গীত পরিচালনায় : জানকী দত্ত।

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে

কিশোরকুমার, মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোঃ, ইলা বসু ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সহ ভূমিকায়

পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী, তরুণ কুমার, পদ্মা দেবী, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাঃ অতিথী শিল্পী), প্রশান্তকুমার, রূপক মজুমদার, বঙ্কিম ঘোষ, তপন ব্যানার্জি, তপন চ্যাটার্জি, পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, ভানু ঘোষ, পরিতোষ চৌধুরী, দেবেশ ঘোষ, জ্যোৎস্না ব্যানার্জি, পরেশ চক্রবর্ত্তী, শৈলেন গাঙ্গুলী, গীতা প্রধান, নিরঞ্জন চৌধুরী, বুবু গাঙ্গুলী, হাসি মজুমদার, ডাঃ লালমোহন মুখার্জি, দিলীপ চ্যাটার্জি, সুধাময় গৌতম, রবীন ব্যানার্জী, নিমাই দত্ত ও মাঃ অরিন্দম গাঙ্গুলী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মডার্ণ ফার্ণিশার্স, জগমোহন ডালমিয়া, ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ, ক্যালকাটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, জ্যোতি উইভিং ফ্যাক্টরী, বিড়লা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং, নারায়ণ প্রামাণিক ও বৈদ্যনাথ সেন (শান্তিপুর), মহেশভাই শাহা (আমেদাবাদ), রতিভাই ভাবসার, দেওজীভাই পারিয়ার।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারিটিভ সোসাইটিতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ-এ পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

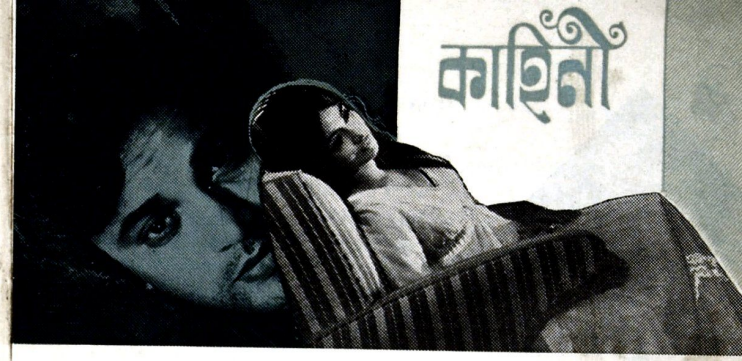

দূর থেকে ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে ষ্টপে এসে দাঁড়াল ষ্টেশন গামী বাসটা—

হাতে, কাঁধে একরাশ ঝোলা, বোচকা-বুচকী নিয়ে শঙ্কর সারাভাই এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

কিন্তু সুরুতেই ঝগড়া!

কণ্ডাক্টার এত মালপত্র নিয়ে বাসে উঠতে দেবেনা।

আর শঙ্কর এই বাসে যাবেই, নইলে মৌলা-গামী শেষ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নির্ঘাৎ মিস করবে।

তুমুল তর্কাতর্কি, — শেষ অবধি শঙ্করেরই জয় হোল — মাল-পত্তর নিয়ে শঙ্কর উঠে বসল বাসে।

একটু বাদেই আবার ঝগড়া! —

এবার ঐ একই বাসের আরোহিনী, এক সুন্দরী, সুবেশা মহিলাকে কেন্দ্র করে। মহিলাটির ব্যাগটি বাসে চুরি হয়ে গেছে। বাস ভাড়া দেবার মতো সামান্য কটা পয়সাও কাছে নেই, অথচ কণ্ডাকটার বিনা ভাড়ায় তাকে যেতে দেবে না!

গোটা বাসের যাত্রীগণ যেখানে মহিলার ওপর টিকা-টিপ্পনীতে মুখর, সেখানে একা রুখে দাঁড়াল শঙ্কর। একজন মহিলার বিপদে এভাবে তাকে অপমান করবার অধিকার কারুর নেই।

বাস ভাড়া দিয়ে মহিলাকে বিপদ থেকে রক্ষা করল এই শঙ্করই।

মহিলা, যশোমতী পাঠক — শিল্পনগরী আমেদাবাদের শ্রেষ্ঠতম শিল্পপতি চন্দ্রশেখর পাঠকের কন্যা। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে এম. এ, বিদুষী, নারীপ্রগতির অন্যতমা নেত্রী।

বাবা নারী প্রগতিতে বিশ্বাস করেন না —মেয়ের বিয়েতে, মেয়ের ইচ্ছে অনিচ্ছার ওপর কোন মর্য্যাদাই আরোপ করেন না, নিজের মনোনীত পাত্র, বিশ্বনাথ যাজ্ঞিকের সঙ্গে যশোমতীর বিয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর।

যশোমতী কিছুতেই বাবার এই অন্যায় জেদের কাছে নতি স্বীকার করবে না, বাবাকে দেখিয়ে দেবে নিজের পায়ে দুনিয়াতে চলবার মতো ক্ষমতা তার আছে — তাই কাউকে না জানিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে নিজের ভাগ্য ফেরাবে বলে। সঙ্গে ছিল একটা ব্যাগে কিছু শাড়ী জামা আর টাকা পয়সা। বাসে ব্যাগটা চুরি গিয়েই এই বিপত্তি!

তবু একজন লোক অন্ততঃ পাওয়া গেল যে যশোমতীর এই বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাসটা যখন ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো, যশোমতী অজ্ঞাতেই কখন শঙ্করকে অনুসরণ করে উঠে বসল মৌলা গামী সেই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি থার্ড ক্লাস কামরায়। সঙ্গে টিকিট নেই, টিকিট

কাটবার পয়সাও নেই।

—টিকিট চেকার এসে দাঁড়াতেই ইসারায় দেখিয়ে দিল শঙ্করকে।

এবার শঙ্করের ধৈর্য্যচ্যুতির পালা!

একি আপদ এসে জুটল তার কপালে! — এর জন্যে আজ ক্রমাগতই লোকসান দিতে হচ্ছে তাকে! অভাবী লোক শঙ্কর — একটি পয়সাকে সে সোনার মত দামী মনে করে, আর তারই কিনা এই দুর্গ্রহ!

মেয়েটির ওপর বিরক্তিতে মন ভরে গেল শঙ্করের।

তবু সেই মেয়েকেই পড়ন্ত বেলায় মৌলা ষ্টেশনে একা অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কেমন যেন হয়ে গেল শঙ্করের মনটা।

একটা রাত্তের মতো নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শঙ্কর যশোমতীকে রিকশায় তুলে দিয়ে, নিজে পায়ে হেঁটে রওনা হ'ল নিজের গ্রামের দিকে।

চিরদিন ঐশ্চর্য্যের মধ্যে লালিত হয়েছে যশোমতী, দারিদ্রকে চিরদিন ভয় করে এসেছে, যারা দরিদ্র তাদের ছোট ভেবে এসেছে! কিন্তু এই এক দরিদ্র গৃহস্থলীতে আশ্রয় পেয়ে, এই অতি দরিদ্র লোকদের মৎৎ অন্তকরণের ঘনিষ্ট পরিচয় পেয়ে যশোমতীর সমস্ত ধারণা বদলে যেতে লাগল।

বাড়ীর কথা সে ভুলে যেতে বসল। ...

নিজেকে এই দরিদ্র সংসারেরই একজন বলে মনে করে নিল।

শঙ্কর তার চোখে এক আশ্চর্য্য বিস্ময়!

এত অভাব, এত দৈন্য, তবু কি সংগ্রামী প্রতিভা! সম্বল বলতে দুটো ভাঙা তাঁত, — তাই নিয়েই সে স্বপ্ন দেখে একদিন জীবনে বড় হবে, সবার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

টাকার অভাবে সারাদিন কাজ করতেও পারে না। কাজ যাও বা হয়, তারও টাকা আদায় হয় না, তবুও শঙ্কর হার স্বীকার করতে রাজী নয়।

যশোমতী যত দেখছে, অবাক হয়ে যাচ্ছে শঙ্করের এই অদম্য মনোবল দেখে!

শ্রদ্ধায় মন ভরে যাচ্ছে তার!

সেও কি পারে না শঙ্করের এই সংগ্রামে তার পাশে এসে দাঁড়াতে?

তার গায়ে তো অনেক দামী গয়না, সেগুলি দিয়েও কি শঙ্করের অভাব মেটানো যায় না?

কিন্তু যশোমতী দিতে চাইলেও শঙ্কর তার গায়ের গয়না নেবে কেন? এই অচেনা শহরে মেয়েটি সম্পর্কে তার মন কোনদিনই বিশেষ প্রসন্ন ছিল না।

কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে তার চোখে যশোমতী যেন নূতন হয়ে দেখা দিল।

শঙ্করের মনে যশোমতী অজ্ঞাতেই একটা স্থায়ী আসন করে নিল।

কিন্তু পর দিনই ঘটে গেল এক আকস্মিক বিপর্যয়!

একটা পুরোনো খবরের কাগজের টুকরোয় শঙ্কর দেখতে পেল সেই সংবাদটা।

চন্দ্রশেখর পাঠক ঘোষণা করেছেন, যে লোক তার নিরুদ্দিষ্টা মেয়েকে নিরাপদে তাঁর কাছে পৌছে দিতে পারবে, তাকে তিনি ৫০,০০০৲ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।

এত বড় টাকার অঙ্ক আজ শঙ্করের মুঠোয়! ইচ্ছে করলেই সে যশোমতীকে আমেদাবাদে তার বাবার কাছে পৌছে দিতে পারে!

ইচ্ছে করলেই এই টাকাটা দিয়ে সে তার ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে পারে!

তার বড় হবার — চিরদিনের স্বপ্নকে সহজেই সার্থক করে তুলতে পারে!

কিন্তু তার পরেও .....

আবার কি যশোমতীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে শঙ্কর?

যে ভালবাসার আহ্বানে যশোমতী একদিন শঙ্করের ভাঙা কারখানায় গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল, সেই যশোমতী কি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না শঙ্করের সামনে থেকে?

কী করবে শঙ্কর? কোন পথ সে বেছে নেবে?

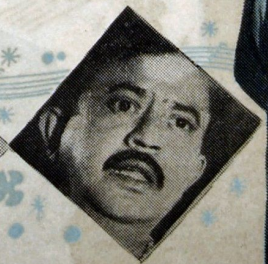

সঙ্গীত

(১)

তাক্ ধিন্ ধিনতা নেই কোন চিন্তা,
টানো তাঁত দিনরাত চটাপট্
খট্ খট্ খটা খট্
খটা খট্ খটা খট্ ॥

তাক ধিন্ ধিনতা নেই কোন চিন্তা,
মান্ধাতারই আমলের এই ঠাকুরদাদা তাঁত
বাহা বাহা
জবু থবু চলছে তবু নেই একটাও দাঁত।
হা হা — ।

মাকু করে হাঁকু পাঁকু হাঁকু পাঁকু
চলে যেন খুঁড়িয়ে — এই খুঁড়িয়ে,
এই বুঝি দম তার গেল — ঐ ফুরিয়ে ॥
হোক্না নড় বড়ে ভাঙা এই তাঁতটা।
ভয় নেই কেটে যাবে দুঃখেরও রাতটা।
বুঝলে হে, একটু কষ্ট করো
সব দুঃখ কেটে যাবে — ।
হাঁপানিতে ভুগছে বুড়ো হুড়ো তাঁতটা।
গেল গেল খুলে গেল — পা আর হাতটা।

শোন মামা, দড়ি নাও,
শেষ করো ল্যাটাকে —
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ —
দমবার পাত্রটি নয় এই শর্ম্মা,
ভয় নেই বুকে আছে বিশ্বকর্ম্মা।
(এই তাঁত দিয়ে না একদিন এমন দেবো)
এই তাঁতে বুনবো আবার যে মসলিন
আঙটিতে গলে যায় এমনই সে মসৃন।
এই ভাঙ্গা তাঁত থেকে বুনবো যে সজ্জা,
ঢেকে দেবে মা আর বোনেদের লজ্জা।
ভাগ্যটা জীবনের তাঁত শুধু বুনছে,
কত ভাগে কত সুতো তাই শুধু গুনছে;
ছোট থেকে বড়ো হতে করে যাও চেষ্টা,
একদিন দাম দেবে জেনো সারা দেশটা॥
বুঝলি? হুঁ! কি বুঝলি?
এই তাক্ ধিন্ ধিন্তা
নেই কোন চিন্তা॥

গেয়েছেন: কিশোর কুমার ও ইলা বসু

(২)

আঁখি বলে চল,
মন বলে কেন যেতে বল — বল
আঁখি বলে — চল — ।

বাঁশী বলে শোন রাই,
রজনীতো আর নাই —
যেতে হবে শুনে কেন আঁখি ছল ছল —
মন বলে কেন যেতে বল — বল —
আঁখি বলে চল — ॥

পথ বলে চল,
মন বলে না —
এ জ্বালায় যেন আর কেউ জ্বলে না, জ্বলেনা, জ্বলেনা।

অশ্রু বলে শ্যাম রায়,
যেতে মন নাহি চায়
এ স্বপন ভেঙ্গে দিয়ে মালা কেন দলো,
মন বলে কেন যেতে বল — বল — ॥
আঁখি বলে চল —
মন বলে কেন যেতে বল —
আঁখি বলে চল — ॥

গেয়েছেন: প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

দেখনি কি পাথরেও ফোটে ফুল
ভুল করেও মধুর হয় যে ভুল।
দেখেছো কি বরষার ফাঁকে,
জোছনার চোখ জলে ভরে থাকে।
সেই দুটি চোখ কিছু জানাতে ব্যাকুল।
দেখনি কি পাথরেও ফোটে ফুল।
ভুল করেও মধুর হয় যে ভুল॥
লোকে যারে মরীচিকা বলে,
ভেবেছো কি তারও বুকটা যে জ্বলে।

জাননা কি ফল্গুর রেখা,
কখনও তো চোখে যায় না গো দেখা।
ঝড়ে ভাঙা তরী
শুধু পেতে চায় যে কূল,
দেখনি কি পাথরেও ফোটে ফুল
ভুল করেও মধুর হয় যে ভুল।

গেয়েছেন: মান্না দে

(৪)

শোনগো সজনী পোহালো রজনী
দুখ নিশি হল যে ভোর হে —,
তব মধু পরশে, দোলে বধু হরষে —
অনুখন তনুমন মোর হে —
শোন গো সজনী পোহালো রজনী —
দুখ নিশি হল যে ভোর হে — ।

তপন উঠিল, তিমির টুটিল —
পুলকিত যেন প্রতি অঙ্গ হে —
দুস্তর পথ যে পার হয়ে এসেছি —
লভিতে বধু তব সঙ্গ হে —
তব মধু পরশে দোলে বধু হরষে
অনুখন তনুমন মোর হে —
শোন গো সজনী — ॥

কুঞ্জে মধুকর গাহিছে গান —
ভরিল আজি মোর মন প্রাণ — মন প্রাণ —
কুঞ্জে মধুকর গাহিছে গান —
দখিনা বহিছে, কোয়েল কহিছে —
আসিল আজি মধু মাস হে — ॥
জনম জনম আমি —
তোমায় পুজিব বধু —
পুরিব মন অভিলাষে হে —
তব মধু-পরশে, দোলে বধু হরষে
অনুখন তনুমন মোর হে —
শোন গো সজনী — ॥

গেয়েছেন: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

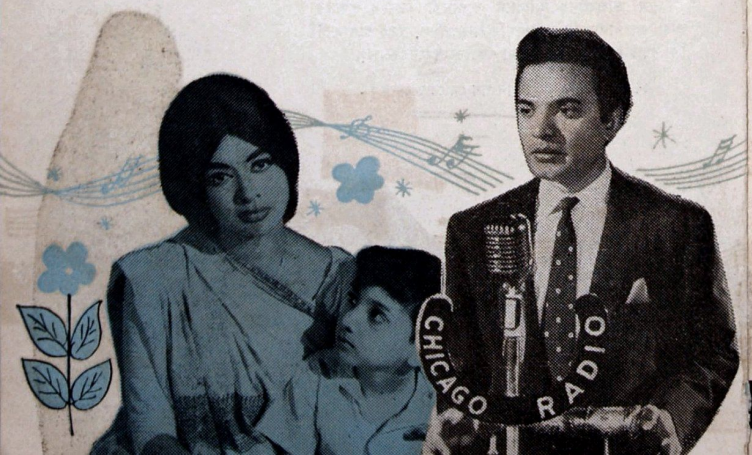

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ-র পক্ষ হইতে
শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
অলঙ্করণেঃ নির্মল রায় :: মুদ্রণেঃ জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩